গল্প-মালা ও আরব্য উপন্যাস

অশোক রায়চৌধুরী

মানবমনের কাছে গল্পের আকর্ষণ চিরন্তন। মানুষ অবসর পেলেই কল্পনার জগতে বিচরণ করতে চায়। বাস্তব জীবনের সব অসম্পূর্ণতা, সীমাবদ্ধতা দূর হয় কল্পলোকে। গল্প যেহেতু এই কল্পলোক সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাই গল্পের মোহ মানুষের ক াছে অপরিসীম। মানুষ তাই গল্প শুনতে ভালোবাসে। মানুষ একটা গল্পে, আবার সে গল্প যদি আকর্ষণীয়হয়, তবে তো কথ াই নেই, সন্তুষ্ট হয়না। সে একটার পর একটা গল্প শুনতে চায়। তারপর, তারপর...তার আগ্রহের শেষ থাকেনা। তাই গল্পের কথককে সত্য ও কল্পনার মিশ্রণে একটার পর একটা গল্প সৃষ্টি করতে হয়। গল্পের এই দুর্নিবার আকাঙ্খা মেটানোর জন্যই গল্প-মালা বা frame-tale এর সৃষ্টি। ধ্রুপদী বা ক্লাসিকাল কথা- সাহিত্যের এটি একটি জনপ্রিয় রূপ। এই গল্পের মধ্যে গল্প বলার একটা বিশেষ রীতি আছে। গল্পের মধ্যে গল্প, অর্থাৎ একটি প্রারম্ভিক গল্প যা অনেকগুলি গল্পের সুযোগ এনে দেয়, (A story within a narrative setting or frame; a story within a story) সাধারণত তাকে কথামুখ, বা প্রারম্ভিক গল্প বা কাঠামো গল্প (frame-tale) বলা হয়। এই প্রারম্ভিক গল্পটি গল্প-মালার কাঠামো হিসাবে গণ্য হয়। এই কাঠামোয় ধৃত কাহিনীগুলিতে মূল কাহিনীর বা তার চরিত্রদের এবং পটভূমি বলে বর্ণিত স্থানের কোন সংযোগ থাকেনা বললেই হয়। এই মূল কাহিনী গল্পগুলিকে সু করায় এবং অনেক সময় শেষও করে। অর্থাৎ এ এমনই একটি কাঠামো তৈরি করে যাতে অনেকগুলি গল্প আশ্রয় পায়। এই সব গল্পের আসল শ্রোতার, অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্যে এগুলি বলা হয় তারা সবাই এই প্রারম্ভিক কাহনীর চরিত্র যারা গল্পের মধ্যেই উপস্থিত থাকেন। এরা গল্পের কথককে প্র করেন, নানা বিষয়ে মন্তব্য করেন আবার অনেক সময় নিজেরাও গল্প বলেন। গল্পের এই কাঠামো কথাশিল্পের এক প্রাচীন অথচ উন্নত রূপ। কয়েটি frame-tale আলোচনা করলে বোধহয় বিষয়বস্তুর অনুধাবন সহজ হবে।

এই ধরনের গল্পের ধ্রুপদী উদাহরণ হ'ল ''সহস্র এক আরব্য বজনী' বা আরব্য উপন্যাস। এই গল্পগুলি ধরে রাখা আছে যে গ্রন্থে তার নাম ''আলেফ লয়লা ওয়া লয়লা '', যার অর্থ ''উপাদেয় নীতিপূর্ণ আখ্যানগ্রন্থ।'' আরবীয় সাহিত্যের মধ্যে এটি একটি অপূর্ব রত্ন।

আরব্য উপন্যাসের প্রারম্ভিক বা কাঠামো কাহিনীটি মোটামুটি সকলেরই জানা আছে। এই গল্পগুলি বলেছেন এক অভিজ াত রমণী নিজের এবং আরও অনেক নিরপরাধ রমণীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। এর প্রতিটি গল্পের উদ্ভব তার পূর্বের গল্প থেকে। আবার সদ্যবলা গল্পটি থেকে সু হয় আর একটি নতুন গল্প। এইভাবে এই একই কাঠামোর মধ্যে সাজানো হয়েছে অনেকগুলি আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত গল্পের মালা। গল্পের পটভূমি পারস্যদেশ। সেখানকার শাসকের ছিল দুই ছেলে-- শাহিরিয়ার ও শাহজামান। এরা এদের অবর্তমানে তাদের স্ত্রীদের চরিত্রহীনতার অকাট্য প্রমাণ পেয়ে ত াদের হত্যা করেন। শাহরিয়ার নারীজাতির এই চরিত্রহীনতার জন্য প্রতিহিংসাবশতঃ প্রত্যেক রাত্রিতে এক একটি রমণীকে বিয়ে করতেন এবং প্রভাতে তার মস্তকছেদন করতেন। এইভাবে রহু রমণী নিহত হলে উজির কন্যা শাহারজাদী কার নিষেধ না শুনে সুলতানের কঠোর প্রতিজ্ঞা সত্বেও তাকে বিবাহ করবেন বলে জেদ ধরলেন। তার পিতা, উজির স্বয়ং, পিতৃবন্ধুরা।

এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাকে বোঝালেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তার মত পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। কারণ, তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি সুলতানের নারীজাতির প্রতি এই ক্রোধ প্রশমিত করে অনেক নিরপরাধ নারীর জীবনরক্ষা করতে পারবেন। সুলতানও উজিরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে সে উজিরের কন্যা বলে কোনো রেহাই পাবে না। একদিন সুলতানের সঙ্গে শাহারজাদীর বিয়ে হয়ে গেল। এই দুর্ভাগ্যজনক বিয়ের রাত্রে শাহারজাদী সুলতানের কাছে আবেদন জানালেন যে তার ছোটবোন দীনারজাদীকে যেন ঐ রাত্রে তার সঙ্গে একই ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। সুলতান সম্মতি দিলেন এবং দীনারজাদি তার দিদির সঙ্গে থাকলেন। গভীর রাত্রে দীনারজাদী, যাকে আগে থেকে শাহারজাদী সব শিখিয়ে রেখেছিলেন, ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং শাহারজাদীর কাছে আব্দার করতে লাগলেন যে শেষবারের মতো তার সুন্দর- সুন্দর গল্পগুলির মধ্যে থেকে একটা গল্প বলতে। সুলতান শাহারজাদীকে গল্প বলার অনুমতি দিলেন। শাহারজাদী গল্প শু করলেন। কিন্তু রাত শেষ হবার আগেই গল্পটি শেষ হয়ে গেল। তখনো রাত শেষ হয়নি দেখে দীনারজাদী এই গল্পের চেয়ে আরও চিত্তাকর্ষক একটি গল্প বলার জন্য আব্দার করতে শু করলেন। সুলতানও গল্প শুনছিলেন তাই অনুমতি দিলেন দ্বিতীয় গল্প শু করার জন্য। কিন্তু এই গল্পটি শেষ হবার আগেই রাত শেষ হয়ে যায়, আর গল্পটির শেষ শোনার জন্য সুলতানেরও আকাঙ্খা থাকায় তিনি শাহারজাদীকে বধ না করে পরদিন পর্যন্ত সময় দিলেন গল্পটি শেষ করার জন্য । পরদিন রাত্রে পূর্বদিনের গল্পটি শেষ হয় ও নতুন গল্প শু হয়-- কিন্তু শেষ হয় না। সুলতানও তখন গল্পের মনোহারীত্বে মজে গেছেন---তাই সে গল্পের শেষ শোনার জন্য আবার একদিন বাড়িয়ে দেন। এইভাবে শাহারজাদী এক হাজার একরাত্রি ধরে এই আশ্চর্য গল্পগুলি বলেছিলেন। এই গল্পের আকর্যণেই সুলতান তার কঠোর প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে শাহারজাদীকে প্রাণদান করলেন গল্প বলার জন্য।

এই গল্পমালার বৈশিষ্ট্য হল যে তার কথামুখেই গল্পগুলিরে সম্ভবনার কথা বলে দেওয়া হয়েছে কোনোরকম জটিলতা ছাড়াই। এই ধরনের গল্প-মালা যে কেবল প্রাচ্যেই সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যেও এর যথেষ্ট উদাহরণ হয়েছে। খ্যাতনামা রোমান কবি ওভিডের (Ovid খৃঃপূঃ ৪৩ অব্দ-১৭/১৮ খৃঃ) Metamorphoses এর কথাই ধরা যাক্। মধ্যযুগে রচিত হলেও এর গল্পগুলি আধুনিক কালে পাঠকদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। গ্রন্থটি পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথার এক বিশাল সঙ্কলন। কাহিনীগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এগুলিকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে, এদের মধ্যে একটা জায়গায় মিল থেকে-- সেই মিলটা হ'লো, এর প্রত্যেকটা গল্পের শেষেমুখ্য চরিত্রদের এক অলৌকিক বা অতি প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখানো হয়েছে ঃ যেমন Daphne পরিবর্ত্তিত হয় লরেল লতায়। Ceyx এবং Alcyone রূপান্তরিত হয় সামুদ্রিক পাখীতে।

তবে এই ধরনের গল্প-মালার প্রথম সার্থক ইউরোপীয় রূপকার বোধহয় ইতালীয় কবি ও প্রবন্ধকার Boccaccio । তাঁর গল্প-মালা, “Decamerone” বা “দশদিনের কাহিনী” পাঠকদের কাছে এক অতিপরিচিত নাম। ল্যাটিন ভাষায় কবিতা ও প্রবন্ধও লিখে খ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা ছিল তাঁর ---এ ধরণের ছোট গল্প লেখার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে তার সব খ্যাতিই এই Decamerone এর গল্পগুলির জন্য। অথচ তিনি বলেছেন য়ে এই লঘু ও চটুল গল্পগুলি লিখেছেন বলে তিনি নিজেই অনুতপ্ত---এগুলিকে তাঁর নিজের হাতেই নষ্ট করে দেওয়া উচিত ছিল। বইটির ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে একটু বিশ্রাম ও মুক্তির জন্য তিনি এগুলি লিখেছিলেন। এর কাহিনীর শু প্লেগ অধ্যুষিত ফ্লোরেন্স সহরে। দশজন যুবক যুবতী (৭ জন যুবতী ও ৩ জন যুবক) যারা সকলেই বুদ্ধিমান, বিবেচক, অভিজাত বংশীয় ও আচার ব্যবহারে মার্জিত, ঠিক করেন যে তারা এই অস্বাস্থ্যকর প্লেগতাড়িতে ফ্লোরেন্স সহর ছেড়ে শহরতলীতে গিয়ে গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকর পল্লী-ভবনে কিছুদিন বাস করবেন। সেখানে সময় কাটানোর জন্য তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকদিন একটা করে গল্প বলবে। (সংকলনের নামকরণ Decameron এই গ্রীক শব্দটি থেকে এসেছে যার অর্থ ‘দশ দিন’) প্রত্যেকদিন একজন এই গল্প-বলার সভায় সভাপতিত্ব করবেন (Preside) এবং পরদিন কে পৌরোহিত্য করবেন ও পরদিনের গল্পের বিষয়বস্তু কি হবে তাও তিনি ঠিক করে দেবেন। এই সহজ কাঠামোটি গল্পগুলিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করেছে। এর মধ্য দিয়ে নানা উপায়ে Boccaccio গল্পগুলিকে বাস্তবধর্মী করে তোলার এবং বৈচিত্র্য এনে একঘেয়েমী দূর করার চেষ্টা করেছেন। যেমন,

প্লেগের সময় ফ্লোরেন্স সহরের এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়ে শু করেছেন। কথকদের এই পুরো দলটি যখন ফ্লোরেন্স থেকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম ধরে মফঃস্বলের দিকে যাত্রা করে সেই সময় পথের, বাড়ি-ঘরের ও গ্রামের দৃশ্যাবলীর নিখুঁত বর্ণনা, এক গল্প শেষ হওয়া এবং অন্যগল্প শু হওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়ে কথকদের মধ্যে কথোপকথন, ভৃত্যদের মধ্যে ঝগড়া, নৃত্য ও গীত, এবং গল্পগুলির বৈচিত্র্য গল্পগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

ইউরোপে এই ধরণের গল্প- মালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ চতুর্দ্দশ শতকের শেষদিকের লেখা Geoffrey Chaucer এর The Canterbury Tales । এই গল্প -মালা Chaucer- এর সাহিত্য জীবনের একেবারে শেষের দিকে রচনা। কাহিনীর সাধারণ ভূমিকায় (general Prologue) গল্পের কাঠামো খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে। এই কাঠামোটি অনেকটা Boccaccio -র Decamerone এর মতো। কাঠামোটি এই রকম ঃ এপ্রিল মাসের কোনো একদিন চসার লণ্ডনের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত Tabard Inn নামে এক সরাইখানায় এসে মিলিত হলেন ২৯/৩০ জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে যাঁরা তীর্থযাত্রা করতে যাবেন Canterbury-র চার্চে যেখানে রয়েছে Thomas Becket এর সমাধি। তীর্থযাত্রা শু হওয়ার ঠিক আগে সরাইখানার মালিক বা Host, যিনি আবার দলনেতাও বটে, পথের ক্লান্তি ও একয়েয়েমি কাটাবার জন্য প্রস্তাব দেন যে প্রত্যেক তীর্থযাত্রী চারটি করে গল্প বলবে, লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরী যাবার ও ফেরার পথে দুটি দুটি করে। ঠিক হয় যে, দলনেতা সরাইখানার মালিক (Host) সবার গল্প বিচার করে কোন গল্পটি শ্রেষ্ঠ তা ঠিক করবেন এবং শ্রেষ্ঠ গল্পকারকে অন্য সকলের খরচে ভূরিভোজ করানো হবে। যাত্রীরা সবাই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়। চসারের পরিকল্পনা ছিল এই ভাবে ১২০টি বা ১২৪টি গল্প বলা কিন্তু এই পরিকল্পনা সবটা কাজে পরিণত হয়নি। মাত্র ২৩ জন তীর্থযাত্রী সুযোগ পেয়েছিলেন গল্প বলার। এই গল্পগুলির অনেকগুলিই হারিয়ে গেছে। মাত্র ২০টি গল্প সম্পূর্ণ ও ৪টি গল্প অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। এর থেকে স্পষ্ট যে চসার এই গল্পগুলিকে ঠিকমতো সাজিয়ে তাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করে উঠতে পারেন নি। Canterbury Tales এর গল্পগুলি চসারের কাব্যশৈলীর এক মৌলিক উদাহরণ। এই কাব্যটির সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে এর সৃষ্টিকর্তা তাঁর গল্পের কথকদের রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া রয়েছে চসারের শিল্পশৈলী যার সাহায্যে তিনি সমস্ত কাঠামোটি সুসংবদ্ধ করেছেন, রয়েছে তাঁর সৃষ্ট জীবন্ত চরিত্রগুলি, তাঁর বৈচিত্র্যে-ভরা গল্প সম্ভার--- যেগুলি তাঁর কাহিনী-শৈলীর অনন্য উদাহরণ, তাদের বিষয়বস্তুর সম্ভাবনা ও পরিধি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, তাঁর হাস্য ও পরিহাস প্রীতি এবং সব শেষে তার মানবিকতা, যা তার গল্পগুলির সুরকে নির্দ্দিষ্ট তারে বেঁধে দিয়েছে এবং তার কাব্যকে বিশ্বজনীন ও মানবিক কমেডিতে রূপান্তরিত করেছে।

সাধানরপ্রস্তাবনায় (General Prologue) প্রথমে তীর্থযাত্রার কালের (বসন্তকাল) এবং তারপর এক এক করে তীর্থ যাত্রীদের বর্ণনা দিয়েছেন। এই প্রারম্ভিক কাহিনীতেই চসার এই চরিত্রদের অর্থাৎ গল্পের কথকদের সামান্য দুটি একটি কথায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করেছেন। একেবারে শু থেকেই চসারের প্রতিভা ও মৌলিকতা পরিস্ফূট হয়েছে। কলমের সামান্য দু-একটি আঁচড়েই এক একটি চরিত্র আঁকা হয়ে গিয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয়সাহিত্যও কথা বা গল্প-কাহিনীতে সমৃদ্ধ। দণ্ডীর “দশকুমার চরিত”, গুণাঢ্যের “বৃহৎকথা”, সোমদেবের“কথাসরিৎসাগর”,ক্ষেমেন্দ্রের “বৃহৎকথামঞ্জরী”,বত্রিশটি গল্পের সঙ্কলন“সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা” বা “বিক্রমার্কচরিত” ৭০টি গল্পের সংকলন, চিন্তামণি ভট্ট রচিত “শুক-শপ্ততিকথা”,২৫টি গল্পের“বেতালপঞ্চবিংশতি” সবই এইগল্প-মালা (frame-tale)-র পর্যায়ে পড়ে। তবে সবগুলির বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয় বলে কয়েকটির মাত্র আলোচনা করা হ’ল।

‘কাদম্বরী’তে মূল কাহিনী ছাড়াও অনেকগুলি কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। এর মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে গুণাঢ্যের পৈশাচী প্রাকৃত ভাষায় রচিত “বৃহৎকথা” গ্রন্থ থেকে। এই মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অনেকগুলি গল্প। গল্পের মধ্যে গল্প, তার মধ্যে গল্প এইভাবেই এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। উজ্জয়িনীর চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্ব রাজকুমারী কাদম্বরীর প্রেমকা

হিনী এর মুখ্য কাহিনী, এর সঙ্গে প্রসঙ্গত্রমে জড়িয়ে গেছে পুণ্ডরীক ও কাদম্বরী - সখী মহাশ্বেতার প্রেম কাহিনী। রাজা শূদ্রকের সভায় শুকপাখীকে জাতিস্মর পুণ্ড রীক তার পূর্বজন্মের সব কাহিনী বিবৃত করেন এর ফলে গল্পের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে।

দণ্ডীর ''দশকুমারচরিত''অনেকগুলি গল্পের সংকলন। এতে দশজন রাজকুমারের এবং তাদের নয়জন সঙ্গীর কাহিনীবিবৃত হয়েছে। এর কথামুখে কিছু অসংলগ্নতা থাকলেও এটি যে একটি frame-tale তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রাজ কুমারেরা সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, এবং কয়েক বছর পরে ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। এদের সকলের সমবেত চেষ্টায় রাজবাহন পিতৃ-শত্রুকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন পুরদ্ধার করেন। এটিকে আনেকেই দণ্ডীর ''অবন্তিসুন্দরীকথা''-র অংশবিশেষ বলে মনে করেন।

শিবদাস রচিত ''বেতালপঞ্চবিংশতি'' প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের এর জনপ্রিয় গল্প সম্ভার। এক মুখ্যকাহিনী আরব্য উপন্যাসের মুখ্য কাহিনীর মতই কৌতুহলোদ্দীপক। শান্তশীল নামে এক সন্ন্যাসী প্রতিদিন রাজসভায় এসে রাজা বিত্রমা দিত্যকে একটি করে বেল উপহার দিতেন। সেই বেলের মধ্যে একটি করে রত্ন থাকতো। রাজা গ্রহণ করে ভাণ্ডারীকে র াখতে দিতেন। একদিন ফলটি গ্রহণের সময় সেটি মাটিতে পড়ে যেতে তারা মধ্য থেকে একটি উজ্জ্বলরত্ন বেরিয়ে পড়ল। র াজা সন্ন্যাসীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললে যে তার প্রদত্ত প্রত্যেকটি বেলের মধ্যেএই ধরনের একটি করে রত্ন অ াছ। ভাণ্ডারীকে ডেকে সমস্ত বেলগুলোকে ভেঙ্গে দেখা গেল যে সন্ন্যাসীর কথাই ঠি ক।প্রত্যেক বেলের মধ্যেই একটি করে রত্ন আছে। রাজাকে তার রত্ন উপহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সন্ন্যাসী জানান যে তিনি শব-সাধনা করেছেন এবং এই কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য রাজার সাহায্য চান। আসলে তিনি বিত্রমাদিত্যকে বলিদান করে তাকে হত্যার চত্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। সন্ন্যাসীর কপট অনুরোধ বিত্রমাদিত্য তার নির্দেশমত গভীর রাত্রিতে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সকলের অলক্ষ্যে একাকীশ্মশাসানের মধ্যে শিরীশ বৃক্ষে লম্বমান এক শবদেহ গ্রহণের জন্য যাত্রা করলেন। শিরীশ গাছ থেকে শবটি মাটিতে নামানো মাত্রই সেটি জীবিত হয়ে ওঠে। আসলে এক বেতাল এই শবটিকে আশ্রয় করেছিল। বেতাল বিত্রমাদিত্যকে বলে যে সে তাকে একটি গল্প বলবে এবং গল্পের শেষে তাকে একটি প্রশ্ন করবে। রাজা সেই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারলে বেতাল অ াবার যথাস্থানে ফিরে যাবে। আর জেনেও উত্তর না দিলে রাজা বুক ফেটে মারা যাবেন। এই শর্তে বেতাল প্রতিদিন একটি গল্প বলেই তারপর একটি প্রশ্ন করে। রাজা সঠিক উত্তর দিলেই সে আবার শিরীশ গাছে উঠে ঝুলতে থাকে। এইভাবে চবিবশ দিন চলবার পর বেতাল গল্প বলে যে প্রশ্নটি করলো রাজা তার সঠিক উত্তর দিতে না পারলেও বেতাল সন্তুষ্ট হয়ে জানালো যে ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। এর পর বেতালের নির্দেশমত রাজাই সন্ন্যাসীকে হত্যা করে সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন।

আরব্য উপন্যাসের মূল কাহিনীর মত এখানেও মূল কাহিনীতে Suspense বজায় আছে। বেতালের মুখ দিয়ে প্রাচীন ২৫টি গল্প বলানো হয়েছে। তবে Canterbury Tales বা Decamerone এ যেমন অনেক কথক রয়েছে গল্প বলার জন্য এখানে এক বেতালই সব গল্প বলে।

গল্প- মালার আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল--- ''সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা'' বা ''দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা''। বাংলায় এটি ''বত্রিশ সিংহাসন'' নামে সমধিক পরিচিত। ''বেতালপঞ্চবিংশতি''র মতো এর নায়কও রাজা বিত্রমাদিত্য। বত্রিশটি পুত্তলিকাযুক্ত একটি সিংহাসন রাজা বিত্রমাদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন। বিত্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর কালত্রমে এটি মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। পরে একসময় ধারা-নৃপতি ভোজ এটিকে উদ্ধার করে এটিতে আরোহণ করতে চাইলে সিংহাসনের একটি পুত্তলিকা জীবন্ত হয়ে উঠে। বিত্রমাদিত্যের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী বর্ণনা করে ভোজরাজকে বলে যদি তিনি কাহিনীতে উল্লিখিত বিত্রমাদিত্যের কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হয়ে থাকেন তবেই তিনি এই সিংহাসনে উপবেশন করার যোগ্যতা অর্জন করবেন। অন্যথায় তার অমঙ্গল হবে। ভোজরাজার আর সেদিনের মত সিংহাসনে বসা হয় না। এইভাবে বত্রিশ দিনই বত্রিশটি পুত্তলিকার মুখে বিত্রামাদিত্যের বিভিন্ন কাহিনী এবং

গুণকীর্তির বিবরণ শুনে ভোজরাজ ঐ সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এর মূল কাহিনী খুব সরল হলেও শিল্পচ াতুর্যে অনবদ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গল্প-মালার একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে অনেক সময় পশু-পাখীকেও গল্পের কথক হিসাবে দেখ ানো হয়েছে। কাদম্বরীর প্রথাংশের কথক বৈশম্পায়ন নামে এক শুক। তবে এই ধরনের গল্প - মালার আরএকটি উল্লেখযে াগ্য গ্রন্থ হ'ল চিন্তমণি ভট্টের 'শুকসপ্ততি কথা'। এটি ৭০টি গল্পের সংকলন। আরব্য উপন্যাসের কাঠামো কাহিনীর সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য আছে এর মুখ্য কাহিনীর। এটির রচনাকাল সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরে। সংস্কৃতগল্প-সাহিত্যে এটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এর কাঠামো কাহিনীটি এই রকম ঃ দেবদাস নামে জনৈক ব্রাহ্মণের একটি বুদ্ধিমান ও চতুর শুকপাখী ছিল। দেবদাসের স্ত্রী ছিলেন পরমাসুন্দরী কিন্তু বহির্মুখী। রাজা দেবদাসের স্ত্রীকে অপহরণ করার জন্য দেবদ াসকে কাজের অছিলায় দূরদেশে পাঠিয়ে দেন। বাধ্য হয়ে বিদেশে যাবার সময় ব্রাহ্মণ শুকের উপর সব ভার দিয়ে যান। শুক গৃহকর্ত্রীর মনের ভাব বুঝতে পারে। প্রতিদিন রাত্রে গৃহকর্ত্রী গৃহত্যাগ করার ঠিক আগে শুক তাকে তার কৃতকর্মের নিদাণ ফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীতে একই অবস্থায়কে কি রকম আচরণ করেছিল তারই গল্প করতে থাকে। গল্পের আকর্ষণে গৃহকর্ত্রীর সে রাত্রে আর গৃহত্যাগ করা হয়না। এইভাবে ৭০টি রজনীতে শুকপাখীর মুখে ৭০টি গল্প শুনতে গিয়ে সেই রমণীর আর বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় নি ; ইতিমধ্যে তার স্বামীও ফিরে আসেন। শুকপাখীকে দিয়ে গল্পের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেবদাসপত্নীর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা হ'ল । গুণাঢ্যের "বৃহৎ - কথা" এক অতি প্রাচীন গল্পসংগ্রহ। এটি বহু গ্রন্থের জনক বলে এর কাঠামো কাহিনী তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে এর কথামুখে বলা হয়েছে যে প ার্বতীর অনুরোধে মহাদেব একদিন পার্বতীকে সাতজন বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী বিবৃত করেন। এইগুলিই মূল গল্প। পরতবর্ত্তীকালে আরও অন্যান্য কাহিনী এর সঙ্গে যুক্ত হয়।

আধুনিক বাংলাভাষায় এ ধরনের গল্প অপ্রতুল নয়। বাংলার frame tale এক সুন্দর উদাহরণ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্য ায়ের গল্পগুলি। বাংলা ভাষায় গল্প-মালার লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ও দক্ষ তিনি। তার ছোট বড় গল্পের মধ্যেই গল্প আছে। এই ধরনের গল্পের মধ্যে "ডম চরিত", "বীরবালা", "কঙ্কাবতী", "মুক্তামালা", "মেঘের কোলে ঝিকিমিকি", "মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে তিনি আলাদা গল্পগুলি মূল গল্পের মধ্যে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন যে সেগুলি সবই মূল কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে হয়। একটি গল্পের উদ াহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। "নয়নচাঁদের ব্যবসা" একটি নাতিদীর্ঘ গল্প। নয়নচাঁদ গুলিখোর। গুলির আড্ডায় বসে সে তার আড্ডার সঙ্গীদের কাছে তার অবস্থার উন্নতি কিভাবে হোল তার বর্ণনা দেয়। এর মধ্যে প্রায় ১০/১১টি গল্প লুকিয়ে অ াছে---যেমন, সতের আঠের, শীতলার পাণ্ডার গল্প, মাতালের গল্প, সুবলের গল্প, দুই ভূতের গল্প, মিত্তিরজা'র বিধবা বে ানের গল্প, মিত্তিরজা ও এঁড়ে- গর গল্প, মিত্তিরজার পুণ্যের গল্প।

এখানে মুখ্য কাহিনী চলতে থাকে। মূল কথক ছাড়াও নতুন নতুন চরিত্ররা অংশ নেয়, তারাও আবার একটা করে গল্প বলতে থাকে--এইভাবে গল্পের সংখ্যা বাড়তে থাকে। মূলকাহিনী নয়নচাঁদের নিজের কাহিনী--সেইই মূল কথক। কিছু গল্প বলে তার নেশার আড্ডার সঙ্গীরা। তারা এমন সব প্রশ্ন করে বা প্রসঙ্গের অবতারণা করে যাতে আরও গল্পের সুযোগ এসে যায়। তার গল্পগুলি মূলতঃ বস্তুধর্মী--এতে রোমান্টিক ও অদ্ভুত কল্পনা কিছু থাকলেও সবগুলিতেই চসারের মত ব্যঙ্গের ছটা রয়েছে। আধুনিক বাংলাসাহিত্যে পরশুরাম (রাজশেখর বসু) এই ধরনের বৈঠকী গল্প অনেক লিখেছেন। এর মধ্যে অ াছে চাটুজ্যে মশাই এর গল্পগুলি, জটাধর বকশীর গল্প--যেগুলো সবই নতুন দিল্লীর গোল মার্কেটের পিছনে কুচা চমৌকি র ামমে গলিতে 'ক্যালকাটা টি-কেবিনের আড্ডায় বসে বলা। এ রকমের গল্পের মধ্যে গল্প অনেকেই লিখেছেন। সবগুলির বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়।

এইবারে মূল গল্প বা কাঠামো গল্পগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু আলোচনা করা যাক্। আরব্য উপন্যাসের সঙ্গে চস ারের ক্যান্টারবেরী টেলস্ বা বোকাচিচওর "ডেকামেরন" এর কাঠামো কাহিনীর পার্থক্য এইখানেই যে, আরব্য উপন্য

াসের কাহিনীগুলো প্রায় সবগুলোই রূপকথার মত। অতিমাত্রায় রোমান্টিক, দুরন্ত কল্পনা - নির্ভর। যদিও এদেরসময়কাল সাধারণভাবে মধ্যযুগ, বিশেষ করে সম্রাট হাণ-অল্ রশিদের সময়কালেই ধরা হয়। "ডেকামেরন" বা ক্যান্টারবেরী টেলসে-র গল্পের কাঠামোতে এদের সময়কাল প্রায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। এদের কাহিনীগুলি কাল্পনিক হলেও এদের ভিত্তি বাস্তবে--মধ্যযুগীয় মানুষ, তার সমাজ, রাষ্ট্রব্যবস্থা এদের উপজীব্য বিষয়। এগুলি এদের বাস্তবতা সম্পর্কে একটা ধ ারণা দেয়। আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি বাস্তব ও অসম্ভব কল্পনার এক অদ্ভুত মিশ্রণ যা রূপকথার অনুভূতি এনে দেয় প াঠকের কাছে। প্রাচীন ভারতীয় কথা-সাহিত্যও মূলতঃ উপন্যাস বা রোমান্সধর্মী। চসারের পরিকল্পনা বোকচিচও বা আরব্য উপন্যাসের রচয়িতাদের থেকে অনেক বেশী systematic বা সুসংবদ্ধ। মধ্যযুগীয় সমাজের সব প্রধান দিকগুলো, তার ভ ালো - মন্দ, মানুষ-জন, সব কিছুর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেবার একটা প্রয়াস এতে লক্ষ্য করা যায়। চসারের পূর্বে শুধু ইংলণ্ডে নয় সমগ্র ইউরোপে এত বিশাল প্রেক্ষাপট কেউ ব্যবহার করেননি। তাই আরব্য উপন্যাসে নীতিকথা কিছু থাকলেও গল্পগুলি রোমান্সধর্মী, মনোধর্মী বা বস্তুধর্মী নয়।

যাত্রা যতই এগোতে থাকে, আমরা অর্থাৎ পাঠকেরা, এই কথকদের আরও ভালভাবে জানতে থাকি। এই তীর্থযাত্রীরা ত াদের গল্পের চেয়ে বেশী করে আমাদের আকৃষ্ট করে। কারণ, চসার এই কাঠামো কাহিনীকে নতুনভাবে ব্যবহারকরেছেন। এটিকে শুধু গতানুগতিক ভূমিকামাত্র বা যান্ত্রিক কাঠামো করে গড়ে তোলেননি। এই কাঠামোটি তাই গল্পগুলির শুতেই শেষ হয়ে যায়নি, শু থেকে শেষ পর্যন্ত সমানভাবে পাঠককে আকর্ষণ করেছে--প্রত্যেক তীর্থযাত্রী কথকের সংগে অন্যদের স ম্পর্ককে সজীব ও প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এই কথকার পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, ঝগড়া করে, কেউ কেউ মাতাল হয় (মিলার) একে অন্যকে তার গল্পের মধ্যে বাধা দেয় (নাইট ও মঙ্ক), অন্যদের গল্প শোনার জন্য অনুরোধ করে (কুক ও মিলার), একে অন্যের চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্যও করে। তারা এমন সব গল্প বলে যার সঙ্গে অন্যের বলা গল্পের সম্পর্ক অ াছে। এইসব বিষয়গুলি গল্পের কথকদের মধ্যে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে যা অন্য গল্প-মালার প্রারম্ভিক বা কাঠামো গল্পে তেমনভাবে উপস্থিত নয়। এই গতিশীল সম্পর্ক সৃষ্টি করে এক ঘন ও দৃঢ় - সংবদ্ধ কাঠামো যা সাধারণ তথাকথিত কাঠামে া গল্পের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণ করে পাঠককে। ধীরে ধীরে কথকদের চরিত্রের পরিণত রূপ পরিগ্রহ করাও্তি এর অন্যতম আকর্ষণ।

এই সতর্কভাবে সৃষ্ট কাঠামো গল্প, এর সঙ্গে Host এর নেতৃত্ব এবং নীরব দর্শক ও কথক হিসাবে চসারের নিজের ভূমিকা এই সব বিচিত্র বিষয়ের উপর রচিত গল্পগুলিকে একতা সূত্রে গাঁথতে সাহায্য করেছে। চসারের আরও একটিবৈশিষ্ট্য অ াছে--তা হল, গল্প-মালার এই গল্পগুলির মধ্যে আবার গল্প শোনানো। Nun's Priest's Tale এবং অন্যত্র এই রকম গল্পের মধ্যে গল্প আছে, যেমন, পূর্বোক্তটিতে স্বপ্ন নিয়ে আলোচনার সময় স্বপ্ন যে অনেক সময় সত্যি হয় গল্পের উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আরব্য উপন্যাসের অনেক episode এই ধরনের।

আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলির সম্ভাবনার কথা বলে দেওয়া হয়েছে, এই ধরনের গল্প-মালার মধ্যে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের "কথাসরিৎসাগর", "বত্রিশ সিংহাসন", "শুকসপ্ততি কথা" ইত্যাদি। "ডেকামেরণ", "ক্যান্টারবেরী টেলস" ব া ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধধ্যায়ের এই ধরনের গল্পগুলির কথামুখ বা প্রারম্ভিক গল্পের ব্যাপ্তি প্রথম থেকেশেষ পর্যন্ত। গল্পগুলির সঙ্গে সঙ্গে মূল গল্পেরও বিস্তারও বিস্তার চলতে থাকে--এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চরিত্ররা একে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে থাকে। "ক্যান্টারবেরী টেলস"-এর দুটি কাহিনীর মধ্যবর্ত্তী সময় কথোপকথন মূল কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলিতে কিছু নেই। কথক সেখানে একজন--তার কাজ শুধু গল্প বলা--তবে গল্পগুলির আকর্ষণের কোনো শেষ নেই। সেগুলি দ্বশ্বাসে শোনার মতই। "বেতাল পঞ্চবিংশতি"র প্রত্যেক গল্পের শেষে বেতাল ও বিক্রমাদিত্যের মধ্যে কথোপকথন মূল কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলে। আরব্য উপন্যাস মূখ্য কাহিনীর চরিত্রদের এই ধরনের অনুপ্রবেশ থেকে বঞ্চিত এই কারণে যে, গল্পগুলি এক লেখকের লেখা নয়.--বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকেরা বা লিপিকরের া নিজের পছন্দমতো দেশী-বিদেশী গল্পের সমাবেশ ঘটিয়ে এর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। মূখ্য কাহিনীটি এমনই যে গল্পের

সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আবার এটি এমনই নাটকীয় যে এতে অন্য চরিত্রের অবতারণা বা তাদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন বা নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপনের সত্যিকারের কোনো সম্ভাবনা নেই। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীগুলিতে অ ারবীয় ছাপ থাকলেও প্রাচ্যের প্রায় সব প্রাচীন সভ্যতার অবদান রয়েছে, বিশেষ করে পারসিক সভ্যতার। এই গল্প সঙ্কলনটি যে বইটির উপর ভিত্তি করে লেখা তা হ'ল পারস্যভাষায় লেখা একটি বই যার নাম "হাজার আফসানা" (Thousand Stories), যেটি দশম শতাব্দীর আগে কোনো একসময় আরবীভাষায় অনুদিত হয়েছিল। অন্য অনেক প ারসিক পুস্তকের মতো (যেমন "কালিলা ওয়াদিম্না" -- পশুপাখীদের নিয়ে নীতি-গল্প) এর গল্পগুলিরও ভারতবর্ষ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। বিদেশী প্রভাবের আরও নিদর্শন এই যে এর গল্পগুলি আররী ভাষায় লেখা হলেও এতে অনেক মিশরীয় চলিত শব্দ আছে।

এই ধরনের গল্প অর্থাৎ frame tale - এর চাহিদা বর্তমান যুগেও আছে। এগুলি সাধরণভাবে narrative mode বা গল্পের কথক কিভাবে তার গল্পগুলি বলেন তার এক রীতির মধ্যে পড়ে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিক যুগে প্রাচীনক্ল্যাসিক্য াল এই রীতির উন্নতি ঘটিয়ে এই ধরনের Frame talc অনেক লেখা হয়েছে। যেমন washington Irving এর Tales of a Traveller, Longfellow'র Tales of a Wayside Inn এবং William Morris এর The Earthly Paradise । ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বোকাচিচও-র রীতি অবলম্বনে Margucrile of Navarre লিখেছিলেন Heptameron.অনেক পরে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্যোটে এই একই রীতি অবলম্বনে লিখেছিলেন Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten । এই রীতির অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ হলেন Tieck. Hoffman. Keller, R.L. Stevenson, G. E. Meyer & Joseph Conrad.দের গল্পগুলির প্রত্যেকটাই একটি মুখ্য গল্পের আধার বা frame এর মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে, যেখ ানে লেখক নিজে নিজে সোজাসুজি পাঠক বা শ্রোতার কাছে গল্প না বলে তার সৃষ্ট চরিত্রদের দিয়ে বলিয়েছেন। এর ফলে পাঠক ও লেখকের মধ্যে এক শৈল্পিক দূরত্ব হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে এই ধরনের গল্প-মালার আকর্ষণ ফুরিয়ে য ায়নি। একই কাঠামোর মধ্যে গল্পের পর গল্প শোনার ইচছা এখনও শ্রোতার বা পাঠকের আছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com